**পলাশীর লুণ্ঠন:** প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানির তথা বেসরকারি ইংরেজ বণিকেরা বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আহরণের নেশায় মেতে ওঠে। রাজা বদলের পালায় অংশগ্রহণ করা থেকে শুরু করে নজরানা ও পারিতোষিক বাবদ অকল্পনীয় পরিমাণ সম্পদ ইংরেজ হস্তগত করেছিল। তারও পর কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ মুনাফা লাভ হয়। পলাশী পরবর্তী যুগকে তাই ইংরেজ ঐতিহাসিক পার্শিভাল স্পিয়ার শিল্পের খোলাখুলি ও 'নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। এই সময় ইংরেজরা যে প্রচুর পরিমাণ বাংলার রূপা ও সম্পদ আহরণ করেছিল তাকে ব্রুকস অ্যাডামস্ 'পলাশীর লুণ্ঠন' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। ভেরেলস্ট লিখেছেন—১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংরেজ কোম্পানি তার বাণিজ্যের জন্য বাংলা থেকে চিনে সোনা ও রূপা রপ্তানি শুরু হয়েছিল। ৬০-এর দশকে এর গড় বার্ষিক পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ টাকা। ফিলিপ ফ্রান্সিস বলেছেন কোম্পনির কর্মচারীদের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ থেকে দ্রুত সম্পদ আহরণ করা। সেই সম্পদ আহরণের ফলে এ দেশের সম্পদের ওপর স্বল্পকালীন চাপ সৃষ্টি হয় এবং এগুলি ভগ্নদশাগ্রস্ত ও নিঃশেষিত বলে মনে হয়।

ঐতিহাসিক সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণ মূলত দুটি ধারায় হয়েছিল—(ক) কোম্পানির কর্মচারী ও আগত ইংরেজদের ব্যক্তিগত বেসরকারি বাণিজ্য এবং অন্যান্যভাবে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে এবং (খ) কোম্পানি কর্তৃক অনুসৃত অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতির মাধ্যমে।

কোম্পানির কর্মচারী ও বেসরকারি বণিকদের চরম আর্থিক লালসা বাংলার অর্থনীতিকে শ্রীহীন করে তুলেছিল। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালে নবাব বদল করা ব্যবসা করে ইংরেজ কর্মচারীরা প্রচুর টাকা লাভ করেছিল। এই টাকা মূলত এসেছিল উপঢৌকন, পারিতোষিক এবং নজরানা প্রাপ্তির মাধ্যমে। অবাধ অর্থ উপার্জনের নেশায় ইংরেজ কর্মচারীরা লিখিত প্রমাণ ছাড়াও প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেছিল এবং তার কোনও হিসাব পাওয়া যায় না। ভেরেলেস্ট, বারওয়েল

প্রমুখ ইংরেজ কর্মচারী বিভিন্ন অত্যাবশ্যক পণ্যের ব্যবসা করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন। বারওয়েল নিজেই স্বীকার করেছেন যে বাংলাদেশে থাকাকালীন তিনি প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট মাত্র ছ বছরে উপার্জন করেছিলেন প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা। তিনি কাঠ, শোরা, রেশম ব্যবসা করে এই অর্থ উপার্জন করেন। হেস্টিংস নিজের প্রিয় পাত্রদের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য তাদের হাতে সরকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ বা নির্মাণ কার্যের দায়িত্ব তুলে দিতেন। কার্ল মার্কস হেস্টিংস সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে, 'অ্যালকেমিস্টদের চেয়েও চালাক হেস্টিংসের প্রিয়পাত্ররা শূন্য থেকে সোনা তৈরি করার ক্ষমতা রাখত'। চার্লস গ্রান্ট, চার্লস ক্রাফট, জন সুলিভান প্রমুখ হেস্টিংসের বদান্যতায় অন্যায় পথে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ড: সিন্‌হা এই অর্থকে উপার্জন না বলে 'লুণ্ঠন' বলা উচিত বলে মনে করেন। ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ার এই কারণে পলাশী পরবর্তী সময়কে প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা অবাধে বাংলার সোনা, রূপা ও সম্পদ হস্তগত করেছিল বলে গবেষক ব্রুকস্ এ্যাডামস্ এই কাজকে 'পলাশীর লুণ্ঠন' বা Plassey plunder বলে অভিহিত করেছেন। এই কোম্পানিগুলি ইংল্যান্ডের ব্যাঙ্কে তাদের অর্থ হস্তান্তর করে দিত।